মানব বিকাশ দর্পন

শিক্ষা * স্বাস্থ্য * জীবিকা

বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান

মানব বিকাশ আশ্রম ও আলপনা তীর্থঙ্কর স্টাডি সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ ও গুণীজন সংবর্ধনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় গেলো "বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান"। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানব বিকাশে আশ্রমের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী দীপঙ্কর প্রামানিক (প্রাক্তন শিক্ষক), রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন এর মহারাজ স্বামী অম্বিকেশনন্দ, অল ইন্ডিয়া এনজিও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ড: তাপস কুমার দে, শিবনাথ প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী সুমন চ্যাটার্জী, বন্দিপুর সোপান ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক শ্রী মিলন দত্ত, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী দেবাশীষ ভট্টাচার্য, রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন এর রিসোর্স পার্সন শ্রী রাজ কুমার লস্কর এবং উন্নয়নকর্মী শ্রী গৌতম বাগুই, শ্রী সিদ্ধার্থ মুখার্জি, শ্রী কনক দাশগুপ্ত, ডাক্তার এস ঝাঞ্ঝাটাট্ এবং ডাক্তার শ্যামল কর প্রমূখ। নানা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষাবরণ উৎসব সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। মানব বিকাশ আশ্রম-এর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই পাশে থাকার ও অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলার জন্য।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

প্রান্তিক ও অসহায় জনসাধারণকে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান মানব বিকাশ আশ্রম-এর অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে জনসাধারণকে দু' ভাবে এই পরিষেবা দেওয়া হয়। মাসিক স্বাস্থ্য-শিবির ও সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য-শিবির এর মাধ্যমে। প্রতিমাসে ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে দন্ত-চিকিৎসা, চক্ষু-চিকিৎসা ও স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন রোগ-নির্ণয়কারক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি, সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য শিবির এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয় খড়দহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জনসাধারণকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী, ডাক্তার এস ঝাঞ্ঝাটাট্ (এম ডি মেডিসিন), ডাক্তার শ্যামল কর (এম বি বি এস) প্রমুখ চিকিৎসকগণ নিরলসভাবে পরিষেবা দিয়ে চলেছেন।

প্রতিমাসে ১০০-১২০ জন রোগী উপযুক্ত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন আশ্রমের এই মানবিক প্রচেষ্টায়। তাঁদের মুখে আরোগ্যের হাসি ও সাধুবাদ মানব বিকাশ আশ্রম-এর আগামীর পাথেয়। সাধারণ স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি নভেম্বর ২০২৪ থেকে সাপ্তাহিক চক্ষু-পরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।আগামীতে আরো নতুন নতুন পরিকল্পনার বাস্তব রুপান্তরে 'মানব বিকাশ আশ্রম' আশাবাদী। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৩৪৩৪০২৯ / ৬২৯১০৩৯০৪৪ আরো দুস্থ ও প্রবীণ নাগরিকবৃন্দকে আমরা পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মানব বিকাশ দর্পন

শিক্ষা * স্বাস্থ্য * জীবিকা

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,কে পরিবে পায় ?"
আমরা কেউই পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে বাঁচতে চাই না।

প্রতিটি মানুষই তার স্বাধীনচেতা মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত, প্রত্যেকেই চায় স্বাধীনতার স্বাদ.... মুক্তির আশ্বাস।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রধানত অহিংস-অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন এবং বিভিন্ন চরমপন্থী গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সহিংস আন্দোলনের পথে পরিচালিত এক দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। এই আন্দোলনে শহীদ হয়েছেন ভারতমাতার হাজার হাজার বীরসন্তান। দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য সেইসব বীরসন্তানেরা হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে অথবা বুলেটের আঘাতে আত্ম-বিসর্জন দিয়েছেন। তাই ১৫ই আগষ্ট দিনটি একদিকে যেমন স্বাধীনতা লাভের আনন্দের, গর্বের দিন। অন্যদিকে সেইসব শহীদদের স্মরণের দিন যাদের, আত্মবলিদানের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা লাভ।

২০২৪ সালের ১৫ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, ৭৭তম স্বাধীনতা দিবসের পূণ্যপ্রভাতে মানব বিকাশ আশ্রম-এর খড়দহ শাখায়, প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রী দীপঙ্কর প্রামাণিক মহাশয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রী ইন্দ্রজিত গাইন, বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী অপূর্ব মন্ডল, সমাজসেবিকা শ্রীমতী রুমা লস্কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য-সদস্যা,ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও এলাকাবাসীবৃন্দ।

উক্তদিনেই সায়াহ্নে সল্টলেকের সিলভার চিমনি-তে 'সহচরী গ্রুপ ' ও ' মানব বিকাশ আশ্রম'-এর যৌথ উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণে গানে-কবিতায়-সংলাপে-ভাষ্যে সাফল্যমন্ডিত হয়ে ওঠে মানব বিকাশ আশ্রম-এর স্বাধীনতা দিবস উদযাপন।

প্যারিস অলিম্পিক প্রমোশন

প্যারিস ২০২৪ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের প্রমোশন উপলক্ষ্যে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ও মানব বিকাশ আশ্রমের যৌথ উদ্যোগে ৬ এবং ১৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে অশ্বিনীনগর জে এন মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজন করা হয় " Let's Move India" কর্মসূচী। অলিম্পিকের প্রমোশন এর পাশাপাশি বিদ্যালয় পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার সাথে সাথে শরীর চর্চাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আগামী দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অ্যাথলেটিক তুলে আনাই " Let's Move India" -র উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৬০০ ছাত্র ছাত্রী বিভিন্ন খেলা ও শরীর চর্চার মাধ্যমে " Let's Move India" কর্মসূচী পালন করেন। একই সাথে ভারতীয় অ্যাথলেটিক টিমকে অলিম্পিকের জন্য শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জে এন মন্ডল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী ইন্দ্রজিৎ ভট্টাচার্য, রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি শ্রী কুন্তল ভট্টাচার্য, মানব বিকাশ আশ্রমের সম্পাদক শ্রী ইন্দ্রজিৎ গাইন, সমাজকর্মী শ্রী অপূর্ব মন্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের সফল ছাত্র ছাত্রীদের পদক প্রদান করে পুরস্কৃত করেন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনের রিসোর্স পার্সন শ্রী রাজকুমার লস্কর।

মানব বিকাশ দর্পন

শিক্ষা * স্বাস্থ্য * জীবিকা

সাফল্যের স্বপ্ন সবাই দেখে, আকর্ষিত হয় তার চকচকে পিঠে। কিন্তু অজস্র ব্যর্থতা অগণিত বাঁধা-বিপত্তির ভেতর কেমন করে গড়ে ওঠে একজন সফল-সতেজ প্রাণ, তা নিয়ে চিন্তার সরব স্রোত কতটুকু থাকে আমাদের? সফল হওয়ার পর আনন্দের আমেজে ভেসে থাকা সহজ, ওঠা-পড়ার দুর্দিনে সহৃদয়-সামাজিকের মতো ভালোবাসা-ভরসার সেতু হয়ে অভিযাত্রীদের হাত ধরে থাকা সহজ না। অন্ধকার কোণ থেকে কোনিরা আলোকজ্জ্বল গৌরব তখনই হয়ে উঠতে পারে যদি ক্ষিতীশ সিংহের স্বেচ্ছা দরদের অথৈ স্পর্শ তারা ভরপুর পায়। সূর্যের মতো ঝলমলে হতে চাইলে তার মতো নিরন্তর পুড়তেও হয় যে! এই খয়া-খর্বুটে দিনে মানবের প্রতি সচেতন দায়বদ্ধতা থেকে সে কঠিন শ্রম নিরন্তর করে চলেছে পশ্চিম বঙ্গের দায়িত্বশীল সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান "মানব বিকাশ আশ্রম"। আগে নিজে হও, তারপর গড়ে-পিটে নাও বিবেকানন্দের এই আদর্শ সমাজের স্বপ্নকে সফল করবার যে তাগিদ তাঁরা নিয়েছেন, তাঁদের সেই স্বার্থহীন কর্মযজ্ঞকে প্রেমের অবিরত কুর্নিশ।

শ্রী সৌমেন পাল
প্রধান শিক্ষক
উদয়পুর হরদয়াল নাগ আদর্শ বিদ্যালয়

ভ্রাম্যমাণ দন্ত চিকিৎসা

মানব বিকাশ আশ্রম-এর জনহিতকর ও মানবিক কর্মকান্ডের আরেকটি দিক হল ভ্রাম্যমাণ দন্ত চিকিৎসা প্রদান। এটি একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা যান, যার ভিতরে একাধিক দন্ত-চিকিৎসক ও নার্সরা থাকেন। আধুনিক যত রকম দন্ত-চিকিৎসা আছে, যেমন, দাঁত তোলা থেকে শুরু করে স্কেলিং, ফিলিং ইত্যাদি সবরকম চিকিৎসা প্রদান করে এই ভ্রাম্যমাণ যান। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসায় নিয়োজিত আশ্রমের এই মানবিক প্রকল্প।

মানব বিকাশ আশ্রম-এর উদ্যোগে এবং হোপ ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায়, কাশিমপুর শ্রীমতী ফার্মাস ক্লাব, শিখরপুর আদর্শ শক্তি সংঘ, খড়দহ শিবতলা মাঠ, ঝালিগাছি বন ফাউন্ডেশন , চক পাঞ্চুরিয়া সদ্দার পাড়া, খড়দহ রায় মেডিক্যাল , বাগুইহাটি মেলা প্রাঙ্গণ - সহ বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই ২৯৩ জন রোগীকে দন্ত চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেকেই সুস্থ হয় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে আনন্দিত। ভবিষ্যতেও আরো অনেকের দন্ত-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে মানব বিকাশ আশ্রম অঙ্গীকারবদ্ধ।

বন্যায় নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানে

অধ্যাপক দেবাশীষ ভট্টাচার্য

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আজ আমাদের নিত্যসঙ্গী। অতি বৃষ্টি বা খরার ফলে ব্যাহত হচ্ছে আমাদের জীবন জীবিকা। এই প্রাকৃতিক সংকটে আজ আমরা আলোচনা করবো বন্যায় নিরাপদ আশ্রয় সম্পর্কে।

বর্ষায় যখন টানা বৃষ্টি শুরু হয় তখন ধীরে ধীরে গ্রাম বাংলার মাঠ-ঘাট, বাড়ি-ঘর প্রায়শই জলের তলায় ডুবে যায়। তখন মানুষ বাধ্য হয়ে খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়। বন্যার জল নামতে অনেক সময় লেগে যায়। বিশুদ্ধ জল ও খাবারের অনিশ্চয়তার ফলে দেখা দেয় মহামারী। গ্রাম বাংলার মানুষের দুর্দশা শেষ থাকে না। তাই আলোচ্য বিষয়গুলি কয়েকটি সরকারি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি করলে বন্যার দরুন জনসাধারণকে কষ্ট পেতে হবে না।

গ্রাম বাংলার প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বাড়ি থাকে তাই প্রতি বছর যত ফুট উচ্চতায় বন্যার জল বাড়তে থাকে তার থেকে একটু বেশি উচ্চতা নিয়ে নিজের ভিটেবাড়ি উঁচু করতে হবে। পাশাপাশি গবাদি পশু, ঘর, টিউবওয়েল সমুচ্চতায় থাকবে। ভিটের চারদিক খালের ধারে একপ্রকার গাছ পাওয়া যায় যা ভিটের চারিদিকে রোপন করলে ভিটের মাটি অক্ষত থাকবে। বর্ষার প্রারম্ভে শুকনো খাবার জ্বালানি তেল ওষুধ সঞ্চয় করে রাখতে হবে। বাঁশের ভেলা বা নৌকা যাতায়াতের জন্য তৈরি রাখতে হবে। চারিদিকে পাকা বাঁধন তৈরি করতে পারেন। যাদের পক্ষে কোনটাই তৈরি করা সম্ভব নয়, তাঁরা সরকারি আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নিতে পারে। ভূমি থেকে প্রয়োজনমতো উচ্চতায় মাঝখানে করিডোর দুই পার্শ্বের ঘর এবং বারান্দা এবং করিডরের শেষ দুই প্রান্তে বাথরুম তৈরি করতে হবে। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনমতো উচ্চতলার আশ্রয়স্থল তৈরি করা যাবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থাকলে জলের পাম্পের সাহায্যে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা যাবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকলে প্রথম তলায় টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যার শুরুর সময় প্রত্যেকে বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খাবার ঔষধ নিয়ে নিরাপদ সরকারী আশ্রয় স্থলে আলাদা রুমে আশ্রয় নেবে। রুমের পেছনের দিকে অর্ধেক অংশ রান্নার কাজে এবং বাকি অংশে গবাদি পশু ও তাদের খাবার ব্যবস্থা থাকবে। এই দুই ব্যবস্থায় ত্রাণের উপর নির্ভর করতে হবে না। বন্যার সময় ছাড়া বাকি সময় সরকারি আশ্রয়স্থল স্কুল, কলেজ, অফিসের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে আমরা জীবন - জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই আটকাতে পারবো।

মানব বিকাশ দর্পন

শিক্ষা * স্বাস্থ্য * জীবিকা

প্রশিক্ষণ সহায়তা

এস ও এস চিলড্রেন্স ভিলেজ এর উদ্যোগে ২২-২৩ জুলাই ২০২৪ এবং ২১-২২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সংস্থার রাজারহাট এর পার্শ্ববর্তী বারপোল , বাঁশপোল, দিয়ারা এবং রাজবাটী গ্রামে এস.ও.এস চিলড্রেন্স ভিলেজ রূপায়িত "পারিবারিক স্বশক্তিকরণ" প্রকল্পে আয়োজন করা হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পোল্ট্রি পালন ও ঘরোয়া পুষ্টি বাগান নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রায় ১৫০ জন মহিলা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে পোল্ট্রি খামার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার, রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, জৈব সার তৈরির পদ্ধতি, জমি তৈরি, উন্নতমানের বীজের ব্যবহার ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন মানব বিকাশ আশ্রমের প্রশিক্ষক শ্রী দেবাশীষ মাইতি (প্রাণিপালন) ও শ্রী ইন্দ্রজিৎ গায়েন (পুষ্টি বাগান)।ইতিমধ্যেই গোষ্ঠীর সদস্যাদের অনেকে কৃষি ও পশুপালন এর মাধ্যমে জীবন জীবিকার সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন।

বাসন্তী-শংকর হেলথ কেয়ার
(মানব বিকাশ আশ্রম পরিচালিত একটি বিভাগ)
MVA
চ্যারিটেবিল ক্লিনিক এর পরিষেবার
সময়সূচী

প্রতি সোমবার দুপুর ১২ টা
ডঃ এস কর, সুগার ও জেনারেল
M.B.B.S, Cal

প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা
ডঃ এস ঝঞ্ঝাটাট
M.D,Medicine (Cal)

নাম লেখানোর জন্য যোগাযোগ করুন
62910 39044 / 94334 34029

উপদেষ্টা মন্ডলী
শ্রী দীপঙ্কর প্রামানিক, শ্রীমতি সুমিতা ভট্টাচার্য,
শ্রী অপূর্ব মন্ডল
শ্রী ইন্দ্রজিৎ গাইন, শ্রীমতি সংযুক্তা সাহা

রাজ্যে প্রথম: দিব্যাঙ্গজনদের ফুটবল প্রতিযোগিতা

১১ ই ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রবিবার হারোয়ার ব্রাহ্মণচক স্কুল ময়দানে মানব বিকাশ আশ্রমের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আমন্ত্রণ মূলক ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। এদিনের ফুটবল ম্যাচ টি বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সমাজসেবার পাশাপাশি মানবিকতার দৃষ্টিকোণ কে এগিয়ে নিয়ে যেতে মানব বিকাশ আশ্রমের এই উদ্যোগ। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিশেষভাবে সক্ষম প্রতিযোগীরা এদিনের এই আমন্ত্রণ মূলক খেলায় অংশগ্রহণ করে। এদিন খেলার পাশাপাশি ওই অঞ্চলের প্রাক্তন শিক্ষকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের খেলাটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে দেবায়ন হাসপাতাল, অল ইন্ডিয়া এনজিও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, ন্যাশনাল হ্যান্ডিক্যাপ কাউন্সিল, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ও অন্যান্য সংগঠন এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। "শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এত সুন্দরভাবে খেলার ময়দানে খেলেছে এবং দূর থেকে দেখলে যাদের বোঝা যাবে না যে তাদের শারীরিকভাবে সমস্যা আছে, ওদেরকে দেখে আমাদের নিজেদের উৎসাহ বেড়ে গেছে, আগামী দিনে এই খেলা, জেলা স্তর থেকে রাজ্য স্তর এবং রাজ্য স্তর থেকে দেশীয় স্তরে যাতে পৌঁছে যায়" এমনই অভিবাদনা জানিয়েছেন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডক্টর তাপস কুমার দে। সামাজিক তথা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের এগিয়ে এনে খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রদানে এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য মানব বিকাশ আশ্রমকে কুর্নিশ জানান সোনাপুকুর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল ।